

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

222736 - নজি পতির জন্য কোন নারীর অধিক দুঃখ করা কি ধরৈয়রে পরপিন্থী

প্রশ্ন

আমার বাবা ৩ মাস আগে মারা গেলেন। আমি তাকে খুব মিস করি। অনেকে ওলটপালট পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কখনও কখনও আমি প্রচণ্ড ভারাক্রান্ত হই। যেন তিনি গতকাল মারা গেলেন। কখনও কখনও জীবনে প্রতি কোন আগ্রহ অনুভব করিনি। কখনও কখনও শান্ত থাকি; কোন কিছুই অনুভব করিনি...। আমি যতটুকু ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেছি তা চলনসই। আমি অনেকে দ্বীনি বইপুস্তক পড়ছি। বিভিন্ন দ্বীনি দারস ও আলোচনাতে হাযরি হই। আমি সবররে অর্থ ও সওয়াব জানি। আমার বাবার জন্য অনেকে দোয়া করি। আমি অনেকে সময় মনে মনে বলি, ঘুমরে আগে বলি: ইয়া রব্ব! আমি আপনার নরিধারণে প্রতি সন্তুষ্ট। আপনি দাতা। আপনি বঞ্চিতকারী। আপনার সদিধান্তই চূড়ান্ত। আমি যা জানি, আর যা জানি না উভয় ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষমা করে দনি। তদুপরি আমি নিজেরে বিষয়টি নিয়ে পরেশোনাতে আছি। আমার মনে উদ্রকে হয় যে আমি মুনাফকি। আমি যদি ধরৈয়শীলা হতাম তাহলে এই যন্ত্রণা ও তীব্র কাঠনিয় কভিবে অনুভব করি। আমি যা অনুভব করছি সটো কি ধরৈয়রে স্বরূপরে পরপিন্থী। যদি আমি তাকদীররে প্রতি সন্তুষ্ট না হই তাহলে কভিবে আমি সন্তুষ্টিতে পৌঁছতে পারি..? আমি আল্লাহর السلام (আস-সালাম; শান্তিদাতা) নামরে অর্থ পড়ছি। যে আয়াতগুলোতে এ নামটি এসছে সে আয়াতগুলো তাদাব্বুর (চিন্তাভাবনা) করেছি। আমি আমার বাবার জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলি: 'হে আল্লাহ! আপনি আস-সালাম (শান্তিদাতা)। শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই। আপনি বরকতময়। আপনি সমুন্নত। হে মহান মর্যাদা ও পরপূরণ অনুকম্পার অধিকারী! আপনি আমার পতিকে তার কবরে শান্তিতে রাখুন। যদেনি তিনি জীবতি হয়ে পুনরুত্থতি হবনে সদেনিও তাকে শান্তিতে রাখুন'। আমার এ দোয়াটি কি সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এই দুনিয়ার জীবনে এমন কটে নই যে তার নিজেরে ব্যাপারে, তার পরিবাররে ব্যাপারে, তার প্রিয়জনরে ব্যাপারে কথিবা তার সম্পদরে ব্যাপারে মুসবিত থেকে নরিপদ।

মুনিরে উপর ওয়াজবি হচ্ছে এমন কোন মুসবিতে আক্রান্ত হলে ধরৈয় ধারণ করা। আর যদি সন্তুষ্টির স্তরে উন্নীত হতে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পারবে তাহলে সটে আরও অধিকতর পরিপূর্ণ, উত্তম ও অধিক সওয়াবের। ইতপূর্বে ধরৈষ ও সন্তুষ্ট এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য 219462 নং প্রশ্নোত্তরে তুলে ধরা হয়েছে।

আপনি কোন কোন সময় যা অনুভব করেন এটি ধরৈষের পরপিন্থী নয়। যহেতে এটি কবেলমাত্র অভ্যন্তরীণ অনুভূতি; এটি শরিয়ত পরপিন্থী কথা বা কাজ হিসেবে প্রকাশ পায়নি; উদাহরণ বলিাপ করা, কাপড়চোপড় ছড়ি ফেলো ইত্যাদি।

মানুষ যখন তার একান্ত আপনজনকে হারায় তখন প্রচণ্ড দুঃখেরে এ অনুভূতি মানুষেরে এখতয়ারেরে বাইরে এসে যায়; যমেনটি আপনার অবস্থা।

তবে একজন মুসলমিরে করণীয় হচ্ছে এই দুঃখকে বাড়তে না দয়ো, এই দুঃখেরে সাথে অগ্রসর না হওয়া; যাতেরে এই দুঃখ তার জীবনেরে উপর ও ইবাদত-বন্দগীর উপর প্রভাব ফলেতে না পারেরে। আপনি বশে সময় একাকী থাকবনে না। এসব দুঃখ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করবনে না। উপকারী কোন কাজে নজিকে ব্যস্ত রাখুন। আপনি দুঃখ যাতনার মধ্যে বন্দহিয়ে পড়বনে না; যেরে দুঃখগুলোকে শয়তান চাঙগা করে তোলেরে। যাতেরে মুসলমি ব্যক্তি ভারাক্রান্ত ও বদেনাগ্রস্ত হয়ে বসে থাকেরে। কারণ কোন মুসলমিরে মনে দুঃখ ঢুকাতেরে পারলে শয়তান খুশি হয়। আল্লাহ তাআলা বলনে: “(কাফরেদেরে) এই গোপন পরামর্শ তেরে শয়তানেরে পক্ষ থেকে; মুমনিদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য; তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সেরে তাদেরে কোন কষতকিরতে পারবনে না। অতএব মুমনিরা যনে আল্লাহর ওপর ভরসা করেরে।” [সূরা মুজাদালা, আয়াত: ১০]

আপনি সন্তুষ্টির স্তরে পর্টেক্তেরে পারবনে এভাবে যেরে, আপনি যদি সবসময় চিন্তা করনে যেরে, এটি আল্লাহ লখিরে রেখেছেন। এটি ঘটতই ঘটত। দুঃখ করলেও এই মুসবিত দূর হবে না। বরং আরও বাড়বেরে।

যদি সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টির সওয়াবেরে চিন্তা মাথায় রাখনে। “যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি”। আল্লাহ তার বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার চয়েরে মহান আর কছি নহেরে।

আপনি আপনার বাবার জন্য যেরে দোয়াটি করনে সর্টে একটি ভালেরে দোয়া। আমরা আল্লাহর কাছেরে প্রার্থনা করছি তনি যনে আপনার দোয়া কবুল করনে এবং আপনাকে যেরে মুসবিতেরে আক্রান্ত করছেন এর উত্তম বদলা দনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।